মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

৫৮ বর্ষ ❀ ৫ম সংখ্যা ❀ শ্রী গুরুপক্ষ পূর্ণিমা সংখ্যা ❀ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ ❀ ডিসেম্বর, ২০২০

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান - 713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম - 731121
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সংগৃহিত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। ভগবদ্ সাম্মুখ্যলাভের উপায় গুরুপূজা	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৫
৪। পাপের বিচারালয় যমপুরী	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ	৮
৫। গোপালচম্পু	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	১০
৬। গৌড়ীয় গণ কি বৈদান্তিক?	শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	১৩
৭। কাচ বার্ত্তা	(মহাভারত হতে সংগৃহিত)	১৫
৮। ভৃগু মুনি	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)	১৭
৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সূচী	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৮ বর্ষ ❀ ৫ম সংখ্যা ❀ শ্রী গুরুপক্ষ পূর্ণিমা সংখ্যা ❀ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ ❀ ডিসেম্বর, ২০২০

সারকথা

**ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥**
(চৈঃ ভাঃ অঃ—৩।২৮)

**এই সে বৈষ্ণবধর্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম ধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি ॥**
(চৈঃ ভাঃ অঃ—৩।২৯)

**কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১।৮৬)

**পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৭।১৪৮)

**প্রভু বলে,— গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ-যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন ॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৭।৫০-৫৫)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পিত্তরোগীর যেমন মিছরী ভাল লাগে না, হরিবিমুখ বিষয়াসক্ত আমাদেরও তদ্রূপ পরমমধুর কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসেবা রুচিকর হয় না। শরীরে বিষক্রিয়া হইলে মধুও তিক্ত লাগে।

মিছরীই পিত্তরোগের ঔষধ। মিছরী খাইতে খাইতে পিত্তরোগ সারিলে যেমন মিছরী মিষ্টবোধ হয়, তদ্রূপ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণসেবা করিতে করিতেই বহির্ম্মুখতা কমিবে, বিষয়াসক্তি কাটিবে। তখন ভগবৎ-সেবার মাধুর্য্য অনুভব হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা চিন্ময় বিষয়-বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে।

প্রঃ—পার্থিব অসুবিধায় ভক্তের কি কর্ত্তব্য?

উঃ—সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎ-করুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানা প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন; সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ চিন্তা থাকে না। ভগবৎ-প্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ?

উঃ—নিশ্চয়ই । আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপাপ্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন এই তাঁর শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের উপদেশ দেওয়াকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণযজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি কৃপা জান্‌বার পরিবর্ত্তে ভীষণ হিংসা জ্ঞান করেন।

প্রঃ—ভগবানের কৃপাতেই কি গুরু মিলে?

উঃ— হাঁ। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা' হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেবার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তাঁরা এই সুবিধাটা পান। যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার নিকট তদুপযোগী গুরু উপস্থিত হন।

প্রঃ—গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি করা কি উচিত?

উঃ—কখনই না। ইহা অপরাধ। কাণ থাকলে যদি হরিকীর্ত্তন শ্রবণ না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তুকে মেপে নেওয়ার জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধ ভোগ করবার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বককে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য, তা' হ'লে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগবুদ্ধির উদয় হ'লো, সেব্যবস্তুতে—গুরুতে লঘুজ্ঞান হলো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

প্রঃ—পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে কি মঙ্গল হবেই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচারপ্রণালী, অস্থিরসিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁর নিকট উপস্থিত হলে অন্য কারো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কারো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার সকল মঙ্গল যাঁর করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি সেই গুরুদেবের নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোকদেখান মিছাভক্তি বা ভণ্ডামি করি, তা' হ'লে তিনি বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন—'তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপটলোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুনবার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে'। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

প্রঃ—আমাদের কোথায় অসুবিধা ঘটিয়াছে?

উঃ—আমি মঙ্গল চাচ্ছি কিন্তু অমঙ্গলকে মঙ্গল ব'লে ঠিক ক'রেছি। আমি আমার রোগ উপশমের জন্য অনেক সময় ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার এসে বল্লেন—'তুমি এই ঔষধ ও পণ্য গ্রহণ কর'। আমি বল্‌লাম, আমার মনের মত—আমার রুচির মত ব্যবস্থা করুন, দেখুন তা' হলে ডাক্তারীটা কর্‌লাম আমি। এতে কি রোগ সারবে? সেইরূপ গুরুর কাছে এসে যদি তাঁর কথা না শুনে নিজের খেয়ালেই চলি, তা হ'লে মঙ্গল কি ক'রে হবে? এজন্য খোসামুদে লোককে বৈদ্যবল্‌লে সুবিধা হ'বে না। আমার যে যে ঔষধ ও পথ্যে সত্য সত্য মঙ্গল হ'বে তা' আমাকে প্রদান না ক'রে যদি বৈদ্য আমার খোসামোদ ক'রে আমার মনের মত কথা ব'লে বা ব্যবস্থা দিয়ে কেবল দর্শনীটা নিয়ে যান, তা'হলে তাতে আমার আপাত ক্ষণিক সুখ হ'বে বটে, কিন্তু ব্যাধি সাড়ুবে না।

(ক্রমশঃ)

ভগবদ্ সাম্মুখ্যলাভের উপায় গুরুপূজা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান - সারস্বত শ্রবণ সদন, বাগবাজার, কলকাতা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণ সদনে উপস্থিত হয়েছি। আমার মতো এক নগন্য জীবের জীবাত্মার প্রতি আপনারা কারুণ্য প্রকাশ করে যে সমস্ত কথা শ্রবণ করার সুযোগ দান করলেন, এই কথার সঙ্গে যদি আমি নিজেকে dovetailed করতে পারি তাহলে আমার এই সারস্বত শ্রবণ সদনে থাকার অধিকার হয়।

ভগবান মোহনীয় বন্দনীয় অর্চনীয় ভগবানের ভক্তগণও সমধিক পূজ্য আরাধ্য অর্চনীয় বন্দনীয়। এগুলো কেবল কথার কথা নয় বা সাহিত্য নয় এগুলো সত্য কথা। ভগবানের সেবা যেরকম প্রার্থনীয় তেমনি তাঁর সহচরগণের সেবাও প্রার্থনীয়। যা বন্দনীয়, যা স্তবনীয়, যা পূজ্য, তা নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন। আর যা অকিঞ্চিৎকর হেয়, অবোধ অচেতন তারা কখনো নিত্যকাল পূজ্য বা আরাধনীয় বা অর্চনীয় হতে পারে না। আমরা অ-গুরু হলে গুরুত্বের আসন অলঙ্কৃত করতে পারি না আর গুরু হলে কেউ অ-গুরু হতে পারে না। ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর তাঁর আপন মোহনীয় শক্তির থেকে প্রকাশিত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁর যশের কথা তাঁর মহিমার কথা প্রকাশ করাবার জন্যই নিত্যকাল জগতে প্রকট রাখেন। আমাদের চোখের অন্তরালে যদি তাঁর অদর্শনজনিত ব্যাথা অনুভব করে থাকি বা দর্শন আনন্দ লাভ করে থাকি তাহলে সে আনন্দ অবিছিন্ন তৈলধারাবৎ চলতে থাকে। গুরুর দর্শনে কখনো অ-গুরুর দর্শন হয় না বা বিভু ছাড়া অন্যকোন জাগতিক দর্শন আসে না। যেখানে ভগবদ্ দর্শন সেখানে মায়ার দর্শন নাই।

'যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার।' কৃষ্ণ তিনি হচ্ছেন সর্বাকর্ষক, সর্বাহ্লাদক, সর্বরসায়ক এমন একটি তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বের যিনি বাহক এবং ধারক তাঁর মধ্যে দিয়েও সেই শক্তি খেলতে থাকে।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥
(চৈঃ চঃ আঃ - ৫।১৪২)

ভগবানের মোহনীয় অমোঘ শক্তির দ্বারা সকলে নিয়ন্ত্রিত হন। তাঁর নিয়ন্ত্রণ যিনি স্বীকার না করেন তিনি ভক্ত নন বা তাঁর নিকটে আসেন নাই। তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যিনি থাকেন তিনি ছোট বড় ভক্ত।

'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।' বেদশাস্ত্র সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজনের কথা বলেছেন। কৃষ্ণ হলো সম্বন্ধ, ভক্তি তাঁকে প্রাপ্তির উপায় আর কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। এ কি জগতের কথা যে আজকে যেটা আছে কালকে সেটা উল্টো হয়ে গেল বা জগতের একটা কথা যে এই অভিধেয়ের দ্বারা যে জিনিসটা মিলত সে অভিধেয় সাধনের দ্বারা কোন ইতর বস্তু মিলবে, তা হতে পারে না। জগতের যা কিছুই আমরা দেখছি এ অনিত্য সংসারে দু'চার দিনের খেলাঘরের মত শেষ হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না। কিন্তু থাকবে তাঁর ঘর, থাকবে তাঁর যাত্রা মহোৎসব, থাকবে তাঁর সখা, তাঁর প্রিয় থাকবে তাঁর অমোঘ শক্তি সমন্বিত কথা, শব্দ, গুরু বর্গ। 'শব্দ' আর 'গুরু' এক। ভগবান আবির্ভূত হন ভক্তের জিহ্বায়, ভক্ত যিনি হবেন তার সবকিছুই ভগবানকে প্রচার করার জন্য ভগবানকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য না হলে তিনি কিসের ভক্ত? ভক্ত ভগবানকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হন। ভক্ত মানে যিনি ভগবানের সেবার জন্য জীবন ধারণ করেন তার অন্য কোন Purpose নেই। এরকম হচ্ছেন আমাদের শ্রী গুরুপাদপদ্ম। শ্রী গুরুপাদপদ্ম গুরুধারায় শ্রৌতধারায় রূপানুগ কৈঙ্কর্য্য করতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাদের বন্দনা করতে, তাঁদের সাহচর্য্য লাভ করবার জন্য আমরা লালসা পোষণ করি। তাঁদের ধারায় আসবার অভিনয় যদি করি আমরা, তাও আমাদের ভালো কেন, আমরা তো দূরে যাচ্ছি না তাঁদের ধারাতেই আছি এটা গর্বের কথা। আমরা বস্তু লাভ করার পূর্বেই যদি ভাবি বস্তু লাভ করে ফেলেছি তাও ভুল আর বস্তু লাভ হবে না বলে যদি দুঃখ করি তাও ভুল। একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বশে যদি আমরা মোহিত থাকি তাহলে আমাদের গুরুপাদপদ্মের সেবা সৌকর্য্য রচনা করা হলো না। আমরা ব্যর্থ হলাম আর তাঁর সন্নিকটেও আসতে পারলাম না। কাজেই এইরকম মোহ যেন আমাদের কোনসময় না আসে। আমরা দাসখত লিখে দিয়েছি, হে ঠাকুর! তোমার পাদপদ্মে।

মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা।। (শরণাগতি)

এই অধিকার যদি আমি প্রভুকে না দিতে পারি তাহলে কিসের আমি দাস? আর অধিকার দিয়েও যদি তারপর আমার ভরণ পোষণ সবকিছুর চিন্তা নিজেই করি তাহলে কেমন করে আমি তাঁকে প্রভুত্বে বরণ করলাম? বেচে দেওয়া গরুটা সে আর তার নিজের খাওয়ার চিন্তা করে না। নতুন মালিক খাবার যোগান যা দেয় তাই খায় তাই করে তার কোন বলবার নেই। সেরকম শরণাগত যদি এই শ্রী গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ সান্নিধ্য যদি আমরা লাভ করি আমাদের কপাল যদি খোলে তাহলে আমরা এইভাবেই চিন্তা করব, না অন্যভাবে চিন্তা করব। সেজন্য আজ আমার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যে উৎসব রচনা করে আমাকে ঠিকপথে চালাবার জন্য যে সমস্ত মন্ত্রনা আমি বিভিন্নভাবে লাভ করলাম সেটা চিরদিন যেন ধ্রুবতারার মতো সত্য হয়ে থাকে। আমি যেন চিরকাল গুরুপাদপদ্মের দৃষ্টির পথে এবং তাঁদের চরণকমলের প্রান্তিকে উপস্থিত হয়ে সেবা করবার ভাগ্য লাভ করতে পারি। সেবা করছি বলতে পারি না, সেবা করবার আশা তাও বলতে পারি না সেবা যারা করছেন তাদের সাহচর্য্যলাভ করবার ভাগ্য লাভ করেছি এও বলতে পারি না ভাগ্য লাভ করেছি কেনো অভিনয় করার সেজন্য আমার এও দুর্ভাগ্য। তাহলে আমি কি করে বলতে পারি যে আমি তাঁর ধারায় এসে যথার্থভাবে তাঁকে অভিনন্দিত বা সুখী করে প্রিয়ত্ব ধর্মে বশীভূত হয়ে তাঁকে সুখী করবার জন্য প্রস্তুত আছি। **গুরু বৈষ্ণবের কৃপাই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করায়, গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই তাঁদের মহিমা জানায় এবং আনন্দের রস রাজ্যে নিয়ে যায়। এটা যদি সত্য না হতো তাহলে আরোহবাদ সত্য হয়ে যেত।** আরোহবাদে আমরা মাথা খেলিয়ে জ্ঞানী কর্ম্মীর মত যা করতাম তাই ভক্তি বলে জগতে পরিণত হতো কিন্তু তা নয়। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলছেন যে—

''কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহারে করিবে ভিন
নরোত্তম এই তত্ত্ব সাজে।।''

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, আমাদের গুরুপাদপদ্ম গর্জন করে বলেছেন যে কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন যারা কর্মবাসনা নিয়ে যারা বদ্ধ অহংকার নিয়ে নিজেকে কর্তা মনে করে কর্ম করছেন, তারা কর্মের ফল সীমিত ফল পাবেন। দু'চারদিন জগতে থাকার জন্য যেটুকু ফল তা পেতে পারেন। জ্ঞানীরা যারা কর্ম করতে গিয়ে নানা ক্লেশ স্বীকার করে, নানারকম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা লাভ করছে তার থেকে অবসর নেওয়ার জন্য কৌশলে একটা অন্য রাস্তায় গিয়ে লাভ কুড়োবার চেষ্টা করেন মাত্র। তারা দু'জনেই বিপথগামী। তারা কখনো শ্রৌত কথায় বিশ্বাস করেন না বলে আরোহবাদের রাস্তায় চলবার জন্য যার যতটুকু সীমিত শক্তি আছে তা exhaust করে failure হয়ে যায়। কিন্তু ভক্তেরা কখনো এরকম নিজস্ব বলের প্রতি তাদের ভরসা রাখেন না। তারা কেবল তাদের শ্রী গুরুপাদপদ্মের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁদের কৃপার উপর নির্ভর করে। চাতকের যেমন বর্ষার জল ছাড়া আর গতি নাই সেরকম তাঁদের কৃপা ছাড়া গতি নাই এরকম তাকিয়ে থাকে। সেইজন্য তাদের উপর কোন না কোনদিন কৃপার বারি বর্ষিত হয়। তাই তারা সদ্ভক্ত। কর্ণপীযুষ সদৃশ যে সব হরিকথামৃত তাদের শুনবার ভাগ্য হতে পারে। **ভগবানের কথামৃত শুনবার বাসনা থেকেই আমরা real মুক্ত হতে পারি।** প্রকৃতভাবে আমরা মুক্ত এটা বলা যায়। কর্ম বাসনা, জ্ঞান বাসনা থেকে মুক্ত হলে বিপরীত ধর্মের যে বাসনার উদয় হয় তা ভগবানকে সেবা করবার বাসনা, ভক্তি বাসনা। এই **ভক্তি বাসনাটাই জীবকে প্রকৃত আত্যন্তিক দুঃখের থেকে রক্ষা করে।** আত্যান্তিক প্রণয় হয়ে যায় তখন ভগবানকে পাবার চেষ্টা করে। ভগবানকে অনুশীলন করতে গিয়ে জগতের এই সকল বিদ্যা, জ্ঞান, কোনটাই কাজে লাগে না। দেখা যায় সবশেষে সব ineffective হয়ে যায়। আমরা ineffective জিনিস নিয়ে effective রাজ্যে কি করে যাবো? **সূর্যকে দেখতে গেলে যেমন সূর্যের emitted রশ্মিকে আশ্রয় করতে হয়, তার উদয়ের অপেক্ষা করতে হয় সেরকম আমরা ভগবানের কৃপার দ্বারাই ভগবানকে দেখতে পাই।** আর ভগবানের কৃপার উপর যারা ভরসা করে না তারা কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী, তারা বহুভাবে ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হয়ে যায়। স্বতঃসিদ্ধ পথ নিত্যপথ সেই পথে যত বিপদ আসুক না কেন সেই বিপদ সংকুলিত পথে যদি আমরা থাকি তাহলে নিত্য রাস্তায় আমাদের চলা হবে। আর ভক্তি করতে করতে আমাদের অন্তর্নিহিত বাধা বাইরের বাধা জগতের হানি লাভ এসব চিন্তা করে যেন মুহ্যমান না হই। কেননা, পূতনার মত এগুলো আমাদের সবসময় allegate করার চেষ্টা করছে।

পূতনা যেমন বাচ্চা কৃষ্ণকে দুধ পান করাবার অভিনয় করতে এসে মেরে ফেলবার ফন্দি করল; কিন্তু কৃষ্ণ পূতনা ঘাতন, তৃণাবর্ত হন, শকট ভঞ্জন গোপাল। কৃষ্ণের শক্তি আছে তিনি বিক্রম দেখান না বলে এই নয় যে তাঁর মধ্যে শক্তি নাই। বাচ্চা অবস্থায় ভগবানের যত শক্তি আছে তাঁর নৃসিংহ, বরাহ, কুর্ম আদি অবতারেও ততো শক্ত দেখালেন কিন্তু সেখানে তাঁর অবতারিত্ব প্রমানিত হয় নি সেখানে তিনি অবতার এখানে অবতারী। সেই অবতারিত্ব লীলায় সকলকে মোহিত করলেন খেলাছলে। সবাইকে ধ্বস্ত করলেন, জগতের বিচারে সকলের যা শৌর্য, বীর্য, তা যিনি ম্রিয়মান করে দিলেন এক একটি অঙ্গুলি হেলনের দ্বারা সেই কৃষ্ণই সকলের পরাকাষ্ঠা, কৃষ্ণতেই যদি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তির লেশমাত্র আশা থাকে তাহলে শ্রৌত পারম্পর্যে হরি সংকীর্ত্তন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমরা গুরুপাদপদ্মের বলে বলীয়ান হয়ে তাঁদের পদ প্রান্তিকে বসে অহঃরহঃ তাঁদের গুণ স্মরণ করতে করতে ছোট বড় ভক্ত সমক্ষে কেবল শ্রৌত কথার পুনরায় শ্রবণ কীর্ত্তনই হচ্ছে সেই শক্তিকে generate করে রাখার উপায় এবং এখানে উপায় আর উপেয় এক কিন্তু জগতের বিচারে উপায় আর উপেয় আলাদা সেজন্য 'কৃষ্ণ' বললে কৃষ্ণ অনুশীলন যদি না হয় তাহলে আমরা ভক্তির রাস্তায় চলছি না। সেজন্য 'কৃষ্ণ' বলার সাথে সাথে আমাদের কৃষ্ণের আস্বাদন কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ, লীলা পরিকর বৈশিষ্ট্যের কথা অনুশীলন করাই হচ্ছে আমাদের সত্য স্বরূপের প্রকৃত স্বরূপ। কাজেই **রূপের বৈশিষ্ট্যটা দর্শন করে অ-রূপের অসৌন্দর্য্য থেকে বিকৃষ্ট হয়ে যদি ঠিক পথে আমরা চলবার চেষ্টা করি তাহলে গুরু আরাধনা যথার্থ হলো।** আর যদি গুরু আরাধনা আমাদের যথার্থ না হয় তাহলে কখনোই ভক্তি করতে পারব না সেজন্য গুরুপূজার অবতারনা। ভগবান নিজে গুরু হয়ে জগতে এসে জগতের জীবকে কৃপা করে থাকেন এ কথার মহিমাটা তখন বোঝা যায়। যতক্ষণ আমরা প্রণত হয়ে তাঁদের কথার সঙ্গে dovetailed হয়ে তাঁদের করুনা বলে চলতে শিখি তখন আমাদের মঙ্গল আবার কিছুটা অগ্রসর হয়ে যদি ভাবি আমার ঠিক হলো কি হলো না, সংসার গ্রস্ত হই তাহলে আবার বিপদ। আমরা যদি রাস্তাটা ধরতে শিখি তাহলে চলতে পারি, তাতে আবার সংসার আসতেও পারে সে সংসারে বশীভূত হওয়ার দরকার নেই আমাদের সাধুশাস্ত্র কৃপাকে অপেক্ষা করে চলা ভালো সেখানে স্খলন পতন হয় না। এটা ভক্তি জগতের assurance। যদি ভক্তি শ্রেষ্ঠ না হতো তাহলে এসব কথা ভাগবতে থাকত না। সেজন্য—

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপশমাশ্রয়ম্।।

(ভাঃ ১১।৩।২১)

কথাটার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে শব্দ ব্রহ্মে যে অভিজ্ঞ পরব্রহ্মে যার অভিজ্ঞতা আছে এরকম লোকের সান্নিধ্যে আমাদের যেতে হবে এবং সেখানে গেলে কি হবে, না, সেখানে গেলে আমাদের ভগবদ্ অনুভবটা মিলবে। কিন্তু মিলবে মানে কিভাবে মিলবে, না, 'ব্রহ্মন্যুপশমাশ্রয়ম্'—অন্য রাগ অন্য চিন্তা অন্য বাসনা অন্য কামনা এগুলোর উপশম হয়ে যাবে আর ভগবদ্ আরাধনার অনুকুল বাত আমরা পেয়ে যাব। সেজন্য—'তস্মাদ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্'—উত্তম শ্রেয়ঃ মানে ভগবদ্ সেবা লাভ করবার যাদের তীব্র বাসনা থাকবে তারা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্যে থেকে গুণ্ গুণ্ ভগবানের গুণ গেয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ান। মধুপূর্ণ পদ্মের মধ্যে যেরকম ভ্রমর গুণ্ গুণ্ করে মধুপানই করে তেমনি আমাদের দর্শন সৌকর্য্য বা দর্শন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘুরতে হবে এবং ভগবদ্ গুণ গাইতে হবে। এই ভগবানের গুণ্ গাওয়া এবং ভগবানের নাম গাওয়ার মধ্যেই এত শক্তি রয়েছে, অমোঘ শক্তি ভগবানের, শক্তি তাঁর শব্দ দিয়েই ভগবান ছড়িয়ে দিলেন। ভগবান পুরাণাদি, ভাগবতাদি শাস্ত্রের দ্বারা এগুলো প্রকাশ করলেন। **ভাগবত ও অন্যান্য ভাগবত সম্বন্ধীয় যে সব শাস্ত্র তাঁর মর্মার্থকে বুঝায় এগুলো যিনি অনুশীলন করেন তিনিই হচ্ছেন যথার্থভাবে গুরুপদবাচ্য এবং সেই গুরুর থেকেই আমাদের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।**

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌকর্য্য রচনা, সৌন্দর্য্য দর্শন করি এবং তাঁদের অনুগমনে কীর্ত্তন করবার যদি সুযোগ হয় আমাদের তবেই শ্রৌত কথার বারংবার কীর্ত্তনের দ্বারাই আমাদের কল্যাণ। সেজন্য গুরুবর্গ ভগবদ্ সাম্মুখ্য উদয় করাবার জন্য যে সকল চেষ্টা করেছেন গুরুপূজা হচ্ছে তার মধ্যে এক অন্যতম এবং ভগবান নিজেও সেটা করে দেখিয়েছেন।

''আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।।

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

এতবড় কথা বলেছেন। **আধ্যক্ষিক বিচারে ক্ষান্ত হয়ে যদি আমরা পারমার্থিক বিচার গ্রহণ করি তাহলেই মঙ্গল।** আরোহবাদের আশে পাশে যতকিছু আছে সে সব পথে চলতে গেলে শেষে—

''আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাকৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।'' (ভাঃ ১০।২।৩২)

ভগবানের পাদপদ্মের সৌকর্য্য সৌন্দর্য্য যদি আমরা উপলব্ধি করতে না শিখি তাহলে ভাগবত ধর্মে চলতে আমরা অপটু হয়ে পড়ব। সেজন্য গুরুকর্ণধারকে আশ্রয় করে আমাদের সব সময় তাঁর কাছে থেকে সেবা করতে করতে ভগবানের গুণ কীর্ত্তনাদি শেখা দরকার। ❑

পাপের বিচারালয় যমপুরী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের পাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করে কিছু হরিকথা পরিবেশন করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

আমরা ভাগবতের ষষ্ঠ সম্বন্ধে অজামিল উপাখ্যান শ্রবণ করছি। ভারতবর্ষের কাণ্যকুব্জ প্রদেশে এক ব্রাহ্মণ তার পিতার সঙ্গে হরিপূজা করবার জোগাড় দিতেন। ফুল তুলে দিতেন, চন্দন ঘষে দিতেন, গঙ্গাজল এনে দিতেন, আসনটা বিছিয়ে দিতেন—এইভাবে পিতাকে সাহায্য করতেন। সেই ব্রাহ্মণ কুমার অজামিল পিতার আদেশে জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে যান। সেখানে এক বেশ্যার দ্বারা আসক্ত হয়ে আর বাড়িতে ফেরেন নি। কালের প্রভাবে যুবাবস্থাতে সেই কুলোটা রমনীর সঙ্গ প্রভাবে সংসার এবং এক এক করে আটটি পুত্রের জন্ম দেন। সংসার নির্বাহ করতে গিয়ে অজামিল চুরি ডাকাতি ছিনতাই এসব অসৎ কার্যে লিপ্ত হন এবং ক্রমে সেই অসৎ কার্য চুড়ান্ত রূপ ধারণ করে। যমদূতগণ এবং চিত্রগুপ্তও বিরক্ত ও চিন্তিত হলেন যে, এই অজামিল কি করে এইসব পাপকার্যের ফল ভোগ করবে।

ভাগ্যক্রমে তার ছোটপুত্র যখন তার স্ত্রীর গর্ভে তখন এক সাধু তার গৃহে এসে তাঁর কল্যাণের জন্য বললেন, অজামিল তোমার এই ছেলেটির নাম রেখো 'নারায়ণ'। ধীরে ধীরে ছেলে বড় হলো। অজামিলের মৃত্যুর সময় এল। সেই সুযোগ বুঝে যমরাজ তিনজন যমদূতকে পাঠালেন। অজামিল ঐ তিনজন যমদূতকে দেখে মৃত্যু ভয়ে ছোট ছেলের নাম উপলক্ষে 'নারায়ণ-আও, নারায়ণ আও' বলে ডাকতে লাগলেন। মৃত্যুকালে অজামিলের মুখে হরির নাম, নারায়ণ নাম শুনে ভগবান বৈকুণ্ঠ থেকে চারজন বিষ্ণুদূতকে পাঠিয়ে দিলেন। ভগবান বললেন যে, মৃত্যুকালে আমার নাম উচ্চারণ করেছে ওকে নিয়ে এসো। বিষ্ণুদূতরা দেখলেন তিনজন যমদূত রশি দিয়ে বেঁধেছে যমরাজের দুয়ারে নিয়ে যাবে বলে। বিষ্ণুদূতগণ বললেন, দড়িটা খুলে দাও ওকে আমরা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবো। যমদূতগণ প্রশ্ন করলেন, এত পাপ করেছে আর আপনারা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবেন? এই মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেছে সমস্ত প্রকার প্রায়শ্চিত হয়ে গেছে। ''এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে''। বৈকুণ্ঠের দূতগণ বললেন, তোমরা ধর্মরাজের অনুচর কিন্তু তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। ধর্ম সম্বন্ধে জানতে চাও তবে তোমাদের প্রভুর কাছে যাও। তোমাদের প্রভু যমরাজ তিনিও নারায়ণের ভৃত্য। বড় দুঃখের সঙ্গে যমদূতগণ নরকে যমরাজের দরবারে ফিরে গেলেন এবং ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন এক পাপীকে আনতে গিয়ে আমরা পরাস্ত হয়েছি। যমরাজ বুঝতে পারলেন ঘটনা। তাই বলছেন—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্।। (ভাঃ ৬।৩।২৮)

ভগবান কৃষ্ণ, মুকুন্দ যাঁর পাদপদ্মে আনন্দচিন্ময়রস অজস্র ধারায় ঝরছে। সেই হরিপাদপদ্ম থেকে যারা বিমুখ তাদেরকে নিয়ে এসো এই যমপুরীতে। 'নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংস কুলৈরসঙ্গৈ''—যারা পরমহংস এই সংসারের মধ্যে থেকেও সারবস্তুগুলোকে গ্রহণ করে

অসাড়বস্তুগুলোকে ত্যাগ করেন এইরকম নিষ্কিঞ্চন পরমহংস কৃষ্ণের পাদপদ্মের অকিঞ্চন ভৃত্য তাদের সঙ্গ যারা পায় নি, অশোক, অভয়, অমৃতের আধার সেই পাদপাদ্মের অমৃত যাদের স্পর্শ করেনি, সেই সকল দুষ্ট, খল, পাপী ব্যক্তিদের আমার যমপুরীতে আনবে। ''র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান''—যাদের গৃহে নরকের দ্বারস্বরূপ কেবল বদ্ধ-তৃষ্ণা, অর্থলোভ, বিদ্যালোভ, যশলোভ, বাড়ী গাড়ী এইরকম তৃষ্ণা একটার পর একটা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই যে enjoyment tendency। হরির প্রতি কিছু কর্তব্য আছে তা যারা জানে না। হরির নাম জিহ্বাতে উচ্চারণ করে না। গৃহে তুলসী নেই, ধূপ দিতে জানে না। বাড়ীতে সাধুর আগমন হয়নি, কোনদিন ব্রাহ্মণ অতিথি সেবা করেনি। কান দিয়ে হরিকথা শ্রবণ করেনি। হরির কাছে মস্তক নত করে প্রণাম করেনি। সংসারে এসে সব কাজ করছে কিন্তু হরির সম্বন্ধে কিছু করেনি। এইরকম নরকের দ্বারস্বরূপ সেই গৃহের মালিক, সেই গৃহের ছেলেমেয়ে তারাই আমার এই নরকপুরীতে যন্ত্রণার ভাগী হতে পারেন। যমরাজ যমদূতগণকে এই কথা বললেন।

ভাগবত ব্যতিরেকভাবে আমাদের এইরকম একটা শিক্ষা দিচ্ছেন, মানব জন্ম পেয়েছ, জিহ্বা পেয়েছ, অনেক কথা বলছ একটু কৃষ্ণনাম বলো। সংসারে তুমি বড় Officer, তুমি বড় ধনী, তুমি বিদ্বান, রূপশালী কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কাছে কোনদিন যদি মাথা নত না করে থাকো তাহলে তুমি অভাগা, দুর্ভাগা। তোমার শায়েস্তা হচ্ছেন যম। প্রস্তুত হও মৃত্যুর পরে অন্য একটা স্থানের দর্শন হবে যেখানে কেবল পাপীদের শাস্তি দেওয়া হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ২৮ প্রকার নরকের বর্ণন রয়েছে। কুম্ভীপাক, রৈবত, বৈতরণী এক একটা নরকের নাম রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তিভোগ করার জন্য, যেমন দেশের ভিতরে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সংশোধন করবার জন্য জেলখানা থাকে তেমনি ভগবানের এই কোটি কোটি ব্রহ্মান্ড তার নিম্নভাগে নরক বলে যে স্থান পাপীদের শাস্তি দেবার জন্য ভগবান ব্যবস্থা রেখেছেন।

একটা গাছের ডালকে ভেঙ্গে দিলাম বা কেটে দিলাম তাতে আমার গায়ে লাগল না। ঐ বৃক্ষটার মধ্যে চেতন সত্ত্বা ঈশ্বর রয়েছেন ফলটা আমাকেই ভোগ করতে হবে। তেমনি একটা Insect আমার সুবিধার জন্য মেরে দিলাম কিন্তু তার বেঁচে থাকার অধিকার ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টি আমার সৃষ্টি নয়। আমি তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলাম।

একসময় মান্ডব্য ঋষি ছোটবেলায় একটা পাপ করেছিলেন। একটা তৃণ ঘাসকে একটা ফড়িং-এর পায়ু দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ফড়িংটাকে কষ্ট দিয়েছিল, মৃত্যুর পর মান্ডব্য ঋষিকে যমপুরীতে নিয়ে যাওয়া হলে যমরাজ বললেন একে শূলের উপর বসিয়ে দাও। ঋষি সারাজীবন ভালো কাজ করেছেন, যমদূতগণ শূলে বসালে কণ্ঠে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন। যমরাজ বললেন এবার ওকে নামিয়ে দাও মেরে ফেলো না। যতটা কষ্ট ফড়িংকে দিয়েছিল তার শাস্তি হয়ে গেছে। যমরাজার কাছে জানতে চাইলেন আমি কি পাপ করেছিলাম যে তুমি আমাকে শূলে চড়ালে? চিত্রগুপ্ত খাতা উল্টে দেখলেন ৫ বছর বয়সে খেলাচ্ছলে ফড়িংকে কষ্ট দিয়েছিলেন। তখন মান্ডব্য ঋষি যমরাজকে অভিশাপ দিলেন যে যখন আমার জ্ঞান হয়নি আমি অজ্ঞানে অপরাধ করেছি তাইজন্য ঋষি হয়েও নিস্তার নেই। অতএব তুমি এইস্থানে থাকবার যোগ্য নও। দাসীপুত্র হয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ কর। মান্ডব্য ঋষির অভিশাপে যমরাজ মহাভারতের এক চরিত্র বিদুর। বিচিত্রবীর্যের এক দাসীপুত্ররূপে বিদুর ধৃতরাষ্ট্র এবং পান্ডুর ভাই হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভাগবত ছিলেন তিনি। কিন্তু ছোট্ট একটা অপরাধের জন্য তাকে দাসীপুত্র হয়ে মনুষ্য শরীর নিয়ে আসতে হলো। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণ মিত্রতা করতে এসেছিলেন যাতে যুদ্ধ না হয়। বিদুর সেই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। দুর্যোধন 'দাসীপুত্র' রূপে গালি দিলেন এবং বললেন 'বড় বড় কথা বোলো না। যাও বেরিয়ে যাও ঘর থেকে'। দুর্যোধনের বাক্যবানে বিদ্ধ হয়ে যুদ্ধ না দেখেই তিনি তীর্থ পর্যটনে চলে যান। পরে কৃষ্ণের ভক্ত উদ্ধবের সঙ্গে তার দেখা হয়। এইরকম স্বকর্মফলভোগ—আমার ছোট্ট থেকে ছোট্ট পাপকর্ম আমাকেই ভুগতে হবে।

একসময় রত্নাকর দস্যু নারদের কথায় তার স্ত্রী, বাবা, মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার পাপ কর্মের ভাগ কে নেবে তারা বলল আমরা কেউ তোমার পাপের ভাগ নেব না। যে পাপ করবে তাকেই ভোগ করতে হবে। আমাদের খাদ্য শস্য, চাল, ডাল, গম, তরিতরকারী। জঙ্গলে বাঘ মাংস খায় কিন্তু

ডালপালা খায় না। আবার হাতি ডালপালা খায় কিন্তু মাংস খায় না। কিন্তু আমরা উন্নত শ্রেনীর জীব। আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, রূপযৌবন, বিদ্যামত্তা, বুদ্ধিমত্তা আছে বলে সব খাচ্ছি। কিন্তু শাস্ত্র বলেছে ধীরে ধীরে নিবৃত্তির দিকে যাও। যদি মুক্তি চাও Vegeterian হও। ধীরে ধীরে জিহ্বার লালস ত্যাগ করে আমার দ্বারা যাতে কোন পাপ না হয় সেরকম করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। ''নতুবা পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে''। ❑

গোপালচম্পূ

(শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বিরচিত)

পূর্ব্ববিভাগ (প্রথম পূরণ) **গোলোক-নিরূপণং** (মঙ্গলাচরণ)

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক।
গোপাল-রঘুনাথাপ্ত-ব্রজবল্লভ পাহি মাং ।। ১।।

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! হে সনাতনের সহিত শ্রীরূপ ! হে গোপাল ! হে রঘুনাথ ! হে আপ্তজন বল্লভ ! আমাকে রক্ষা করুন।১।

হে কৃষ্ণ ! আপনি কেবল নামদ্বারাই অতিধন্যগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! সর্বমঙ্গলময় শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের একমাত্র জনক ! হে পূজ্যতম শ্রীসনাতন সহিত শ্রীরূপ ! হে গোপালভট্ট ! আপনারা পূজ্যতম ও প্রণম্য ! হে রঘুনাথ দাস ! আপনি নাম ও ধামে অত্যন্ত পূজ্যতম ও পরম ভক্তিযুক্ত ! হে ভূগর্ভ গোস্বামী ও লোকনাথ গোস্বামী ! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলে সজ্জনগণ আপনাদের নাম শ্রবণ করেন। হে পিতৃপাদ শ্রীবল্লভ ! জন্ম জন্মান্তরের পূণ্যফলে আপনাকে আশ্রয়স্বরূপে লাভ করেছি। হে রঘুনাথ ও তৎপ্রিয়ভক্তগণ আমাকে রক্ষা করুন বা নিজ চরণের ছায়া দানে রক্ষাকর্ত্তা হোন্।২।

হে কৃষ্ণচৈতন্য ! আপনি ভক্ত্যাবতার বলে এই সংসারে অভিব্যক্ত। আপনি পরম অনুরক্ত ও প্রিয়ভক্ত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের সঙ্গে বিদ্যমান। গোপাল ভট্ট ও দাস রঘুনাথ এই দুইজন আপনার প্রিয় ভক্ত এবং তাঁরা ব্রজধাম প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি সেই ব্রজের বল্লভরূপে সর্বত্র বিরাজমান। হে প্রভো ! আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতং।
তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া।।
সোঽহং কাব্যস্য লক্ষেণ মনো নির্ম্মামি তাদৃশং।
তন্মহান্তো যদীক্ষেরংস্তদা হেম্নি চিতো মণিঃ ।।

(পূর্ব —১।৪)

অর্থাৎ দার্শনিক গ্রন্থ ষট্সন্দর্ভের মধ্যে চতুর্থ সন্দর্ভ কৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শন শাস্ত্রের নিয়মে যে কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে, এই গোপালচম্পূ গ্রন্থে সেই কৃষ্ণতত্ত্বই কাব্যাকারে বর্ণন করব। স্বর্ণখচিত মণি যেমন লোকের চোখকে আশ্চর্যান্বিত করে থাকে, এই কাব্যও পণ্ডিতগণের দৃষ্টিকে সেইরূপ করতে সমর্থ হবে। দুইখানি চম্পূ (পূর্ব ও উত্তর) তিন তিন অবয়বে বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থের রূপ নিয়েছে। তার মধ্যে পূর্বচম্পূতে গোলোকলীলা, বাল্যলীলা ও কৈশোরলীলা বর্ণন আছে এবং উত্তরচম্পূতে প্রথম বিলাস, দ্বিতীয় বিলাস ও তৃতীয় বিলাস বর্ণন রয়েছে অর্থাৎ উভয়ভাগে তিন তিন করে ছয়টি খণ্ড আছে। পণ্ডিতগণ সেই ছয়টি খণ্ডযুক্ত চম্পূ বিচার করুন।

শ্রীগোপালগণানাং, গোপালানাং প্রমোদায়।
ভবতু সমন্তাদেষা, নাম্না গোপালচম্পূর্যা।।

(পূর্ব—১।৬)

শ্রীগোপালগণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের গণনা করে থাকেন সেই সকল শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি গোপগণের সম্যক আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এই গোপালচম্পূ রচিত হোক্।

যখন গোকুলবাসী গোপগণ বহুকাল হলো অন্তর্হিত হয়েছেন, তবুও শ্রীনন্দ প্রভৃতি গোকুলবাসী জনগণ শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে জয়যুক্ত হোন্। সেইরূপ গোকুলবাসী গোপগণ নিত্য রয়েছেন, সুতরাং তাঁদের কৃপালাভ অবশ্যম্ভাবী।

অথ গ্রন্থারম্ভঃ

যেখানে গোপালদেব বিহার করে থাকেন সেই ধামের স্বরূপ নিরূপণ করছেন—

বৃন্দাবন নামে এক চির প্রসিদ্ধ বন। ঐ বন পৃথিবীর সর্বপ্রিয় সৌভাগ্যস্বরূপ। ধর্ম, অর্থ ও কামাদি ত্রিবর্গ দানশূন্য হয়েও সর্বদা অপবর্গ সমূহ প্রদান করে থাকে। এ সাধুদিগের ভক্তিপ্রদ হলেও ভক্তিশূন্য বা ভক্তিভঙ্গ দান করেন না। ব্রহ্মা এইস্থানে জন্মগ্রহণ করা দুষ্পাপ্য ভেবেও প্রার্থনা করেছিলেন তাই বৃন্দাবন সকলের পূজিত হচ্ছেন। সেই বৃন্দাবনে কবিদিগের যা কবিতার বিষয় নয়, তাতেও কবিতার সম্ভব হবে। সেই বৃন্দাবন সকলের আনন্দজনক ও হিতকররূপে শ্রীনন্দনন্দনের সমস্ত আনন্দ উৎসবকে সর্বদাই পরিপূর্ণ করে থাকেন। বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

এই বৃন্দাবনে যে সকল পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, মানব ও দেবগণ বাস করেন তারা আমারই অধীনে বাস করেন এবং দেহান্তে তাঁরা আমারই আলয়ে গমন করেন। এই বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যা বাস করেন, তাঁরা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমারই সেবাপরায়ণা হয়েছেন। এই বৃন্দাবন পঞ্চযোজন অর্থাৎ বিশক্রোশ বিস্তীর্ণ এবং আমার দেহস্বরূপ। যমুনাতে সর্বদাই পরম অমৃত প্রবাহিত হয়। এইস্থানে দেব ও জীবগণ অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করে থাকেন। 'সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ" অর্থাৎ আমি সমস্ত দেবতাস্বরূপ সেজন্য কখনও এই বন ত্যাগ করি না।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভুতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পুরত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি।।
দ্বিভুজঃ সর্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা।।

(বৃহদ্‌যামল, লঘুভাগবতামৃতম্‌-২৬৭ শ্লোক)

অর্থাৎ যদুবংশসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক; যিনি পূর্ণ, তিনি বাসুদেব কৃষ্ণের পর বা মুলতত্ত্ব। তিনি অর্থাৎ সেই স্বয়ংরূপ মুল কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কোন স্থানে গমন করেন না।

এই বৃন্দাবন তেজোময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সুতরাং চর্মচক্ষুর অগোচর। বৃন্দাবনে প্রকট, অপ্রকট ও প্রকাশময় বলে যে নানারকম বৈভবের কথা বলা আছে, তার মধ্যে অপ্রকট ও প্রকাশময় বৈভবের কথা বলা হচ্ছে। সেই অপ্রকট ও প্রকাশময় বৈভবের মধ্যে 'গোকুল' প্রধান। পণ্ডিতগণ যাঁকে গোলোক বলে থাকেন, সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজনা করি।

ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোক ইতি যং,
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষোঃ কল্পতরবো,
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ।।

(ব্রহ্মসংহিতা)

অর্থাৎ যে গোলোকে কান্তাগণ লক্ষ্মী ও ব্রজসুন্দরীস্বরূপা, কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষ সকলই কল্পতরু, ভূমিসকল চিন্তামণি রত্নে পূর্ণ, সুস্বাদু অমৃতই পানীয় জল, পরস্পর কথাই সঙ্গীত, গমনকার্যই নৃত্য, শ্রীকৃষ্ণের সুখদায়িনী বংশীই প্রিয়সখী, চন্দ্রসূর্যাদি নক্ষত্ররাজী চিদানন্দরূপে প্রকাশমান, যেখানে বংশীধ্বনির আবেশে সুরভী (ধেনু) হতে ক্ষীরসমুদ্র নিঃসৃত হয়ে থাকে, এখানের জনগণ মায়াজনিত করাল কালবিক্রম জানতে পারে না।

গোবর্দ্ধন—

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের মধ্যে প্রথমেই গোবর্দ্ধনের কথা বলা হচ্ছে—গোগণ বাস করেন বলে 'গোকুল' নামে বিখ্যাত হলেও গোবর্দ্ধন পর্বত সকলের আস্পদস্বরূপ।

ব্রিজগতি মানসগঙ্গা, গোবর্দ্ধনমপি বিভিন্নতীতি বিদিতা।
অহমিহ মন্যে কৃষ্ণ-স্নেহজধারা তদন্তরং বিশতি॥

(পূর্ব-১।১।১১)

মানসগঙ্গা গোবর্দ্ধনকে ভেদ করেছেন বলে জগতে বিদিত, কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহজনিত ধারাই গোবর্দ্ধন মধ্যে মানসগঙ্গারূপে প্রবেশ করেছেন বলে মনে করি।

তস্মিন শ্রীহরিরাধয়োযুগলিতাং যদ্ভাতি কুণ্ডদ্বয়ং।
সংসঙ্গেন পরস্পরং পরিমলন্মন্যে তয়োস্তন্মিষং।।

(পূর্ব—১।১।১২)

যদিও সেই গোবর্দ্ধন পর্বতে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড শোভা পাচ্ছেন, তাঁদের পরস্পর বায়ুর দ্বারা কম্পন জড়তাশূন্য ও ভক্ত সম্বন্ধে আর্দ্রভাব স্থিরতা লক্ষণ দ্বারা মিলনের মধ্যে জলরূপে সেই সেই প্রেমই দেখা যাচ্ছে।

যমুনা—

স্নানজাতসুকৃতান্ন কেবলাৎ, স্ফূর্ত্তিদা মুরারিপোরবেঃ সুতা।
বীক্ষণাদপি যতো বিভর্ত্তি সা, শ্যামধাম-বরমাধুরীধুরাং।।

(পূর্ব-১।১।১৩)

কিন্তু সূর্যনন্দিনী যমুনা কেবল মুরারির স্নানজনিত পুণ্য ফলেই যে মানবগণের আনন্দদায়িনী এরূপ নয়, পরন্তু যমুনা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপ দেখেই শ্যামপ্রভা ধারণ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের যেসব স্বজনগণ আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের

যে প্রীতি মহিমা আছে, তাই শ্রীকৃষ্ণশরীর থেকে ঘর্মবিন্দু আকারে বেরিয়ে যমুনা রূপে কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করেছেন। লোকের মনকে অলৌকিক ও অজ্ঞতামন্ত্র দ্বারা যেরূপ কোন বিষয়ে বশীভূত করা হয়, সেরূপ যমুনা পুলিনস্থিত বালুকাচূর্ণ ভাবুক দর্শকের মনকে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে দিব্যচূর্ণের ন্যায় বশীভূত করে থাকে।

ভাণ্ডীরবন—

ভাণ্ডীরস্য স্ফুটমধিহরি প্রেম কিং বর্ণনীয়ং,
স্বান্তর্দ্ধানং স্থিতবতি হরৌ বাঢ়মন্তদর্ধে যঃ।
যান্তু স্বাংশেন চ বিষয়তামত্র গোবর্দ্ধনাদ্যা।
লোকে স্নিগ্ধা রচয়িতুমিদং ন ক্ষমঃ স্যামিতীব।।

(পূর্ব—১।১।১৬)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভাণ্ডীরের প্রেম প্রকাশে আর কি বলব, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে ভাণ্ডীর বৃক্ষ ভাবলেন যে "এই জগতে গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থদ্বারা নিজ নিজ অংশে প্রত্যক্ষ থেকে অবস্থান করলেও আমি তাঁদের ন্যায় প্রকটদেহ ধারণ করে এই জগতে অবস্থান করতে সমর্থ নয়" এরূপ ভেবেই যেন ভাণ্ডীর অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

আহা! এই শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমগাম্ভীর্য দেখ। কারণ কোথাও পর্বতের ছলে শ্রীকৃষ্ণের সেই বৃন্দাবন স্তম্ভিত হচ্ছেন, কোথাও অশ্বত্থ বৃক্ষের ছলে শ্রীকৃষ্ণের কম্পন স্বভাব পাচ্ছেন এবং কোথাও অঙ্কুরের ছলে সর্বদা রোমাঞ্চ ভাব ধারণ করছেন। এখন ব্রজের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে।

ব্রজধাম—

সেই ব্রজরাজ কুমার শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী জনগণের সহিত পরিবৃত হয়ে আবির্ভূত হলে তাঁর আবির্ভাব সূচনা করতে ইচ্ছা করে কোন্ কোন্ বস্তুই না আবির্ভাব হয়ে থাকে? বস্তুতঃ আমরা উপযুক্ত বোধ করেই দর্শন করছি কারণ ব্রজপদটি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বিষয়ের সূচনা করে থাকে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈরমাক্রীড়মভূন্নৃপেতি।।

(ভাঃ—১০।৫।১৮)

শুকদেব বললেন—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল হতে গোপরাজ নন্দের ব্রজপুরী সমস্ত সমৃদ্ধিতে পরপূর্ণ হয়েছিল, তাছাড়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল হওয়ায় নিজগুণে মহালক্ষী দেবীর বিহারভূমি হয়ে উঠল। এই ব্রজের মধ্যে গোবর্দ্ধন, মানসগঙ্গা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, যমুনা, যমুনাপুলীন, ভাণ্ডীরবট, বৃন্দাবন এবং ব্রজ এই সকলের মর্ত্তধামে আবির্ভাব হয়েছিল। পূর্বে যে লোকের কথা বলা হয়েছে গো এবং গোপগণের আবাসস্বরূপ বলে গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ নামে পরিচিত হয়ে পরমশুদ্ধতা সম্পন্ন, ঐ শুদ্ধতা অন্যের স্পর্শযোগ্যও হতে পারে না। যাঁরা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন এবং যাঁরা জ্ঞানবান এরূপ কয়েকজন লোকই কেবল গোলোকের স্বরূপ জানেন। এতেই গোলোকের পরম মহত্ব বর্ণিত হয়েছে।

এস্থানে শ্রীশব্দে গোপীদের কথা উল্লেখ থাকলেও ব্রহ্মসংহিতায় সহস্র লক্ষীর উৎকর্ষ প্রকাশ করেছেন। চারিদিকে অবস্থিত স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। গোপীগণ প্রধান লক্ষী বলে বিখ্যাত এবং শ্রীরাধা যদি সেই গোপীগণের মধ্যে প্রধান হন, তাহলে কোন্ রমনীই বা রাধার সমান হতে পারেন? অতএব গোপীগণের তিনিই একমাত্র রমন। সেই কারণে তাঁর ধাম গোকুল এবং নাম গোবিন্দ। যে সকল রমারমন নামে পুরুষ আছেন এবং যারা প্রত্যেক রমার মধ্যে এক এক রমাতে রমন করে থাকেন,তাঁদের মধ্যে সেই গোবিন্দ পরমপুরুষ। বলরামও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলে নির্দিষ্ট হয়েছেন।

বৃন্দাবনে যে সকল বৃক্ষ আছে তারা সকলেই কল্পবৃক্ষ। অন্যান্য বনে যেরূপ বৃক্ষ আছে সেরূপ এরা সামান্য বৃক্ষ নয় এঁরা সংকল্পিত বস্তু প্রদান করতে সমর্থ এজন্যই মান্য। আর যে সকল বৃক্ষরাজিতে কল্পবৃক্ষ আছে তাঁরা বিশেষ গুণের দ্বারা সর্বত্র বিখ্যাত। বৃন্দাবনের ভূমিসকল দর্পণতুল্য নির্মল ঐশ্বর্যে ও নানাবিধ দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি কার্যের রচনা স্বরূপ হয়ে এবং রমনীর ন্যায় অভিলাষ সৃষ্টি করে চিন্তামণি রত্নের ন্যায় কাজ করছে। বৃন্দাবনে যে সকল গৃহ প্রভৃতি স্থান আছে তার ভূমি চিন্তামণি রত্নের দ্বারা সুশোভিত, সেই ভূমির কোমলভাবের তারতম্য ও মহিমা বুদ্ধির অগোচর। অতএব ভূমির কথা থাক্। কারণ সেখানে উদ্ভুত তরুগুল্মাদি উদ্ভিদ সকল বৃন্দাবনে নিজ নিজ উৎপত্তি ভূমির শোভা আত্মাতে প্রকাশ করে থাকেন। এস্থানে পর্বত, বৃক্ষ, পক্ষীসকল দৃষ্টি ও শ্রবণ পথের অগোচর হলেও কেবল মাত্র জাতি ও গুণের দ্বারা দৃষ্টি ও শ্রৌতপথের গোচর হয়ে ব্রজবাসীদের প্রতিদিন নিত্যনূতনভাবে আশ্চর্যভাব দেখিয়ে থাকেন। আর দেখ বৃন্দাবনে জলও অমৃতের মতন সুতরাং অমৃতের কথা আর কি বলব? আর কথাও যখন এখানে সঙ্গীতের মত কাজ করে এবং কর্ণের মধ্যে তা খণ্ডমরীচাদি

যুক্ত অমৃত রস তুল্য হয়ে থাকে। আর দেখ, গমনকার্যও যেখানের নৃত্য চাতুরীর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে থাকে, স্বয়ং নৃত্য যে অত্যন্ত আদরণীয় হবে তাতে আশ্চর্য কি? আর যেস্থানে কংস রিপু শ্রীকৃষ্ণের বংশী সুখবিলাস প্রকাশ পূর্বক সহায়করূপে শোভা পেয়ে প্রিয়সখীর ন্যায় বিদ্যমান, সুতরাং এর মত অন্য কেউ ধন্য নয়। জ্যোতিপদার্থের তেজ সূর্য চন্দ্রাদি ও তাদের দ্বারা প্রকাশিত পুষ্পাদি সাধারণের আস্বাদনীয় ও গ্রহণীয় হয়, কিন্তু মুল জ্যোতিকে সর্বসাধারণে গ্রহণ করতে পারে না। সেরূপ যিনি স্বয়ং চিদানন্দস্বরূপ হয়েও নিজের স্বরূপ শক্তির দ্বারা সাধারণ জনের মত নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং চিন্ময় গোকুল ধামকে সাধারণ গোকুলের মত কেবল লীলা প্রকাশ করেছেন এতে সকলের পক্ষে তিনি গোচর হয়েছেন অর্থাৎ সকলে সেই লীলারসের আস্বাদন করতে সমর্থ হয়েছেন।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—গন্ধ ও স্বাদরূপে বিখ্যাত যে ফুল প্রভৃতি দ্রব্য সকল রসরূপে এখানে দেখা যায়। এই ধামে কোন বস্তুই হেয় বা পরিত্যজ্য নয় সকল বস্তুই কেবল রসস্বরূপ। ফলের যেমন ত্বক (চোঁকা) ও বীজ (আঁঠি) প্রভৃতি কঠিনকে হেয়াংশ বলে। এগুলি পাঞ্চভৌতিক কিন্তু এই ধামের ফলপুষ্পাদি পাঞ্চভৌতিক নয় তা সত্য, রসময় বা আস্বাদ্য বা চিন্ময়স্বরূপ। অতএব এ জগতের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের ও আশ্রিত জনের আবেশ নিত্যকারে প্রবেশ হয়ে থাকে। ভগবানের ইচ্ছানুসারে লীলাশক্তি প্রপঞ্চরূপে সকল বস্তুকেই নিত্যাকারে প্রায়ই প্রকাশ করে থাকেন বলে বুঝতে হবে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর অল্প অব্যক্ত মধুর ধ্বনি স্বীয় মাধুরী দ্বারা মধুর হতে সুমধুর ও সুগন্ধ দুগ্ধক্ষরিত সুরভী সকলের স্তনরূপ পর্বত হতে নদীপ্রবাহ ধারা সকল দিকে পরিখার ন্যায় ক্ষীরসমুদ্রকে বিস্তার করছে। সেখানে অপর সকল ধেনু আছে তারা সকলেই কামধেনু রূপে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ ক্ষরণ করে থাকে, তাতেই তাদের ক্ষীরবাহিনী শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। এজন্যই পণ্ডিতগণ সেই সকল নদীকে নানারস বাহিনী বলেছেন। যদিও সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকৈশোরের অনুরূপ অর্ধেক বার্দ্ধক্য যৌবন ও নব যৌবনাদি বয়ক্রমযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পিতা, ভ্রাতা, সখা প্রভৃতি সকল পরিবারবর্গ অন্য অবস্থাকে আশ্রয় করেন না অর্থাৎ যাঁর যে অবস্থা তিনি সেই অবস্থায় থাকেন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। নগরের যে পথ দিয়ে হাতি আদি বড় বড় জন্তু সকল স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করতে পারে তার নাম রাজপথ বা ঘণ্টাপথ।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়গণ কি বৈদান্তিক?

শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ স্তব্ধীভূত হইলেই মোক্ষানুসন্ধিৎসু হইয়া জীবের "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র উদয় হয় এবং এই সময় হইতেই যথার্থ "বেদান্ত" অধ্যয়ন শুরুহয়। নচেৎ ইহজগতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগসুখে জীবন যাপন করিব ও মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকিব, এই রূপ চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বেদান্ত অধ্যয়নের ছলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুষ্ক উপাধি মাত্র লাভ করিয়া কেনই বা বেদান্তের বড়াই করেন তাহা তাঁহারাই ভাল জানেন। যিনি যথার্থ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি আর সংসারাভিনিবিষ্ট থাকিতে পারেন না। যাঁহারা বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁহাদের আত্ম সমীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাঁহাদের সংসারের ঘোর কাটিয়াছে কি না? যদি তাহা না হইয়া থাকে, আর মুখে বেদান্তের বিচার পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে উহা শালিকের কচকচানি অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেয় নহে। এই রূপ ব্যক্তি যতই বড় বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত থাকুন না কেন, তাহার ন্যায় কৈতবক্লিষ্ট ব্যক্তির মুখে বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন

"বেদান্ত বাক্যেসু সদা রমন্ত, কৌপিনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত"

অতএব বেদান্তের বিচার শ্রবন করিয়াও যদি কৌপিন গ্রহন করার বৃত্তি জাগরিত না হয়, তাহা হইলে উহা বৃথা বাক্যালাপ মাত্র।

বর্তমান ভারতবর্ষে আজ বেদান্ত বলিতে, শিক্ষিত সমাজের ধারনা কি? তাঁহারা উন্নতশিক্ষার, সর্ব্বদেশ-দর্শিত্বের ও নির্বলিক চিত্তের অভাবে এবং জ্ঞান সঙ্কীর্ণতা, একদেশদর্শন ও বিপ্রলিপ্সার প্রভাবে শ্রীশঙ্করভাষ্যের আধুনিক বিবৃতিকেই অর্থাৎ কেবলাদ্বৈত মতকেই বেদান্ত দর্শন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই শঙ্করভাষ্যের প্রভাবে বেদ কি শাঙ্করিক হইয়া গেল? বা বেদের প্রকৃত বিচার কি লুপ্ত হইয়া গেল? তাহা কখনোই নহে শঙ্কর

ভাষ্য ছাড়াও শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্য, শ্রীমধ্বভাষ্য, শ্রীভাষ্য এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী কৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত ভাষ্যের অনুগত শ্রীবল্লভাচার্যের অনুভাষ্য। এই সকল ভাষ্যের অনুগত অসংখ্য টীকা, বিশ্লেষণ, কারিকা প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। এছাড়াও বেদান্ত দর্শনের পরাকাষ্ঠাময় ভাষ্য তথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ শ্রীগোবিন্দ দেবের কৃপোদ্ভাসিত গৌড়ীয় বেদান্ত আচার্য্য শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত **"শ্রী গোবিন্দ ভাষ্য"** সূর্যের ন্যায় প্রতিভাত। এই সকল গ্রন্থাদির সুতীক্ষ্ণ বিচারে কেবলাদ্বৈতাদির তমসাচ্ছন্ন মায়াবাদ সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত হইলেও অনেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি তথা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই সকল তথ্যের সংবাদ রাখিতে পারেন নাই।

বেদান্ত সম্মন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক সমাজ ইহাই বিশ্বাস করেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিচার বেদান্তের প্রকৃত বিচার হইতে পৃথক। ইহাদের মতে বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন, এবং পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক শাস্ত্র বিশেষ। তাহাদের মনে এরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বৈদান্তিক মত। এইরূপ বিশ্বাস নিত্যান্ত ভ্রমমূলক।

বেদের শিরোভাগ বা সারাংশ উপনিষৎ নামে পরিচিত। এই উপনিষৎগুলি হল যথাক্রমে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক এই বারোটি উপনিষৎ সর্ব্বকাল স্বীকৃত আছে। এই উপনিষৎ বাক্যগুলি প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয় । অর্থাৎ বিষয় বিভাগ পূর্ব্বক কোন বিষয়ের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত উপনিষৎ মন্ত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না কারন উপনিষদের প্রত্যেকটি বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এই কারনেই ভগবৎ অবতার স্বরূপ শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যে প্রকার বেদসকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ উপনিষৎ বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে বেদোক্ত তত্ত্বগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া প্রায় সাড়েপাঁচশত সূত্র নির্মান পূর্বক উহা ব্রহ্ম সূত্র আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। অর্থাৎ আধ্যক্ষিক জনগনের চিত্তে উপনিষৎ মন্ত্র গুলির কোন প্রকার আপাত বিরোধ উপস্থিত না হয় সেই কারনেই বেদান্ত দর্শনের আবির্ভাব। এই কারনেই সূত্রাকারে "বেদান্ত" উপনিষৎ পাঠের সহায়ক। ইহা ষড়দর্শনের শাখাবিশেষ উত্তর মীমাংসা নামে পরিচিত। পূর্ব্বমীমাংসায় জৈমিনি ঋষি সকাম কর্ম্মী জনগনের কৃত্য ধর্ম্মসমুহ বিপুল ভাবে আলোচনা করিলেও তাহাতে জীবের চরম প্রাপ্য নির্ণীত না হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষের রূপ নিলে তাহারেই মীমাংসা স্বরূপ উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের প্রাকট্য।

কলিহত অল্প আয়ু অল্প মেধাসম্পন্ন জীব ঐ 'সূত্র' সমুহের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে পরে, তিনি শ্রী নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য-সংহিতা রূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নির্ম্মান করেন। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথম এবং অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যেসকল সিদ্ধান্ত আছে তৎ সমুদায়েই প্রকৃত বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে —

যেই সূত্রকর্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।।
(শ্রীঃ চৈঃ চঃ মধ্য-২৫।৯৩)

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়।।
যেই সূত্রে যেই ঋক্ —বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন।।
অতএব ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত।।
(শ্রীঃ চৈঃ চঃ মধ্য-২৫।৯৮-১০০)

অতএব ভাগবত রূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে প্রকৃত বেদান্তবাক্য বলিয়া গৃহিত হইবে।

বেদান্ত-সূত্রভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে পরতত্ত্ব এই রূপে নির্ণিত হইয়াছে —

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।
(শ্রীঃ ভাঃ ১-২-১১)

অদ্বয়-জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া শব্দিত হন। অতএব এই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই সর্ব্ব শাস্ত্রের চরম মীমাংসা বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশরূপে নির্ণীত হইলে এই তিন তত্ত্বই নির্গুণ, এবং নিরাকার ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কিন্তু গৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্গুণ শব্দের অর্থ পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুনের বিলাস এবং নিরাকার শব্দের অর্থ সমাস করিলে, "নির্গচ্ছন্তি আকারাঃ যস্মাৎ স-এব নিরাকারঃ" এই আকার পরব্রহ্মের

অপ্রাকৃত রূপের বিলাস। ইহাই গৌড়ীয় মঠের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে অদ্বয়জ্ঞান কাহাকে বলা যায়?

অনেকে "পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহ ব্রহ্ম ময়, এবং নিজেও সেই ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন সত্য বস্তু নাই" এই রূপ অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানময় বৃত্তিকেই অদ্বয়জ্ঞান বলে মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে, কেবল অভেদবাদ সমস্ত বেদ বিরুদ্ধ। বেদ অনেক স্থলে অভেদ আবার অনেক স্থলে নিত্য ভেদের কথা বলিয়া থাকেন। বস্তুত বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় কোন বিশেষ মতবাদের সমর্থন তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে পরব্রহ্মের সহিত তৎ শক্তির তথা জীব ও বিশ্বের যুগপৎ ভেদাভেদ সম্বন্ধ অচিন্ত্যশক্তি ক্রমে নিত্যসিদ্ধ। ইহাই বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং গৌড়ীয় মঠ এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। ❑

কা চ বার্ত্তা

(মহাভারত হতে সংগৃহিত)

যক্ষরূপী ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং ক্ব পন্থা কশ্চা মোদতে।

মম এতান্ চতুঃপ্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।।

অর্থাৎ কে রাজন্! সংবাদ কি? আশ্চর্য্য কি? পথ কোনটি? এবং কে সুখী? আমার এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর দিয়া জল পান কর।

তদুত্তরে ধর্ম্মরাজ বলেন—

মার্সতুদর্ব্বী পরিঘট্টনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রদিবন্ধনেন।

অস্মিন্মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।।

কাল পাককর্ত্তা, তিনি সংসাররূপ চুলায় মহামোহময় কড়াই বসাইয়া তাহাতে জীবগণকে পাক করিতেছেন। সেখানে সূর্য্যই আগুন, মাসঋতু দাতা এবং রাত্রদিন জ্বালানীকাষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ মায়াবদ্ধ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে কাল ত্রিতাপদগ্ধ করিতেছে, ইহাই বার্ত্তা।

জগতে অনেক বার্ত্তাবহ আছে। তাহাতে দৈনন্দিন নানা খবর থাকে। তাহাতে আত্মঘাত, নারীনির্যাতন, পাত্রপাত্রীদের সন্ধান, খেলা তথা ধনাপহরণাদির সংবাদই থাকে প্রচুর। তাহা হইতে জানা যায় যে, জীব বিশেষতঃ মানবজাতি নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মৃত্যুর ক্রীড়ণক হইয়াছে। অধর্ম্মপ্রবণদের মধ্যে আধ্যাত্মিকচেতনার অভাবে তাহাদের মধ্যে জঘন্য বন্য হন্যাচার বিদ্যমান্। রজোগুণস্বভাবে ও প্রভাবে তাহারা দুঃখকেই সুখ মনে করিয়া দুঃখজনক ধর্ম্মকর্ম্মেই আবদ্ধ মতি হইয়াছে। আত্মবোধের অভাবে দেহাত্মবাদী দেহারামীগণ ইন্দ্রিয় তর্পণকর্ম্মেই তৎপর।

"বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।" তাহাই বিদ্যা যাহা বিমুক্তির কারণ কিন্তু মুক্তির জন্য বিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপনা না হইয়া তাহা পনের প্রকার অনর্থের জনক ভোগার্থ সংগ্রহের জন্য হইতেছে। "তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায়।" তাহাই কর্ম্ম যাহা বন্ধন দশায় ফেলে না। কিন্তু জীব বন্ধন কারণ অবিদ্যাকর্ম্মেই মতিমান্। "ধর্ম্মঃ সুখায় মোক্ষায়।" ধর্ম্ম সুখ ও মোক্ষের কারণ কিন্তু সেই ধর্ম্মকে পরিণামে অনন্ত দুঃখপ্রদ ভোগ সাধনেই ব্যবহার করিতেছে। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় থাকিলেও তাহাতে উদাসীন পরন্তু অনিত্য দৈহিক সুখের সাধনে বিভোর।

বৈজ্ঞানিক যুগে প্রাজ্ঞ্যমন্যগণ শত্রুদের জন্য মারণাস্ত্র গঠন করিয়া পক্ষান্তরে রাবণের মৃত্যুবাণের ন্যায় নিজেদের মৃত্যুই সংগ্রহ করিতেছে। ইহাই ভয়াবহ বার্ত্তা। অন্যায়ের প্রতিকারে মহাঅন্যায় পঙ্কে মজ্জিত। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম ও ধর্ম্মব্যবসা চলিতেছে। চোরের ভক্তির ন্যায় শেটবেটদের মধ্যে স্বপর বঞ্চনাময়ী ভক্তির প্রচার। আত্মসমালোচনার পরিবর্ত্তে পরসমালোচনায় জীব পণ্ডিতম্মন্য। প্রীতিহীন রীতি নীতির প্রগতি মানব প্রকৃতিকে অধোগতি প্রদান করিতেছে। অসতীর মুখে সতীর গাথার ন্যায় ধর্ম্মধ্বজীদের মুখে ধর্ম্মকথার বাহবা চলিয়াছে। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।" বিদ্যা বিনয় দান করে। কিন্তু বিদ্বান্ চরিত্রে বিনয়ের পরিবর্ত্তে দুর্ণয় দম্ভ দুরাচার বাস করিতেছে।

পরমার্থের মুখোশ পরিয়া নিতান্ত স্বার্থপরতার প্রবল জমিদারী চলিতেছে। রাজ চরিত্রে ও রাজনীতিতে ধর্ম্মনীতির অভাব হওয়ায় দুর্নীতির দুরন্ত ঘূর্ণীবাত মানবকে স্বস্তিহারা ও বাস্তুছাড়া করিতেছে। দয়ার সাজে মায়ার নৃত্য চলিতেছে। অন্যায়ের প্রতিকার করিতে যাইয়া অন্যায়ই করিতেছে। বিষকুম্ভঃ পয়োমুখের ন্যায় উপকারের অন্তরালে অপকার, অন্যায়ের

প্রতিকারে অন্যায়াচার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। "পরধন, পরচর্চ্চা ও পরনারীতে মন। তার বিনাশ অনুক্ষণ।" কিন্তু এই তিনেই মত্ত মন। মুক্তিসাধনের পরিবর্ত্তে ভোগসাধনের তৎপরতা প্রবল বেগে চলিতেছে। সক্ষমতার প্রতাপে ক্ষমা রসাতলে গিয়াছে। সম্ভোগের তাড়ণায় সংযম যমসদনে পড়িয়াছে। সদাচারের বেশে ব্যভিচার, অনাচারের বেশে অত্যাচার সক্রিয়। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" মহাজনের পথই প্রকৃত সৎপথ কিন্তু প্রসিদ্ধ ভাগবতীর মহাজন পথ পরিত্যাগ করতঃ জীব স্বকল্পিত মহাজনের মতে পথেই ভীড় জমাইতেছে। প্রেমের নামে নরনারীদের মধ্যে কামরাজ্য বসিয়াছে।

কাম ক্রোধান্ধগণ শান্তিমার্গ দেখিতে পারিতেছে না এবং তাহাতে চলিতেও পারিতেছে না। মৃত্যুর যুগকাষ্ঠে পড়িয়া অজের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যতিব্যস্ত। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমীক্ষা মানবতায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ কেবল ভোগজিজ্ঞাসা ও সমীক্ষার গবেষক মাত্র। ধর্ম্মাপেক্ষতাই নিরপেক্ষতা। অপস্বার্থপরদের চরিত্রে তাহার নিতান্ত অভাব। স্বার্থবাদীদের মধ্যেই ব্যভিচারী নৈতিকতা ও নৈষ্ঠিকতা বিরাজ করিতেছে। শ্রেয়ঃপথ সৎপথ, নিত্যসুখময় আর প্রেয়পথ উৎপথ অনন্ত দুঃখময়। কলিহতগণ আপাততঃ তুচ্ছসুখের জন্য প্রেয়পথেই গতিশীল হইয়া দুঃখরাজ্য ভোগ করিতেছে। বণিক বৃত্তিতে ধর্ম্মাচার হইতেছে। বৈতনিক বিচার পৌরহিত্যকে কলুষিত করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পরমুখাপেক্ষিদের মধ্যে মহত্ব ও গুরুত্ব না থাকিলেও তাহারা প্রভুত্বের প্রত্যাশী হইয়া ভৃত্যের দাসত্ব করিতেছে। শাঠ্যের কশাঘাতে সততা রাজ্য ছাড়া হইয়াছে। গৃহব্রতীগণ গুর্ব্বভিমানে নাম মন্ত্র ব্যাবসায়ী ও তীর্থজীবী হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন ভোগীগণ প্রতিষ্ঠাশায় বৈরগ্যবেশ ধারণ করিয়াছে। মানব চরিত্রে লাগিয়াছে মাৎসর্য্য ঘুণ। সতীত্বে পতিব্রতার অভাব, সভ্যত্বে ধার্ম্মিকতার অভাব। "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" কিন্তু পাণ্ডিত্যে সমতার অভাব, হরিস্মৃতির অভাবে মানবের বাহ্যাভ্যন্তরে শৌচের অভাবে ম্লেচ্ছাচারের প্রবাহ বর্ত্তমান। স্বেচ্ছাচারিতায় স্বাধীনতা দুর্দ্দশার পরাধীন হইয়াছে। অপূজ্যের পূজা ও পূজ্যের অপূজাই দুর্ভিক্ষ ভয় ও মৃত্যুর কারণ। তমোগুণীগণ তাহাতেই দীক্ষিত, শিক্ষিত ও অধ্যুষিত। অভিমান পতনের কারণ হইলেও তাহার অভিযান দ্রুতগতিমান্।

আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধা রূপ পর্দ্দার আড়ালে পড়িয়া মানব প্রকৃত শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদাহারা হইয়াছে, ধর্ম্মহারা হইয়া পশুর ন্যায় আহার বিহার মৈথুনাদিতে ব্যাপৃত। সর্ব্বত্রই অধর্ম্ম ও কলির প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচারিত ও প্রসারিত হইতেছে। ইহাই কলিযুগান্তরের বার্ত্তা, ইহাই বর্ত্তমানের বার্ত্তা, ইহাই প্রতিদিনের বার্ত্তা, ইহাই মহাভারতীয় বার্ত্তা।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বার্ত্তা—

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ।।

আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে।। ইত্যাদি প্রেমবিবর্ত্তের বার্ত্তা—

চিৎকণ-জীব, কৃষ্ণ-চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর।।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হৈয়া ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়া বদ্ধ জীবের হয় সেভাব উদয়।।
আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হৈয়া চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকেতে কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।।
এই রূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন।।
নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়।।
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ।।
কৃপা করি তবে কৃষ্ণ ছাড়ান সংসার।
কাকু করি কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।।
মায়ারে পিছন করি কৃষ্ণ পানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়। ইত্যাদি।

বিস্মৃত্য কৃষ্ণং পতিতো ভবাব্ধৌ
ভূঙেক্ত স্বদিষ্টং খলু ষঢ়তরঙ্গম্।
অজ্ঞানমুগ্ধো বিগতস্বরূপো
দুঃখৌঘবর্ত্তে ভ্রমতীতি বার্ত্তা।।

নিজস্ব নিত্যপ্রভু কৃষ্ণকে ভূলিয়া বিগত স্বরূপ জীব অপরিহার্য্য দুঃখাবর্ত্তপূর্ণ সংসারসমুদ্রে পড়িয়া নিজ কৃত কর্ম্মের ফলস্ব রূপে ষড়্ তরঙ্গ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জ্বরা ব্যাধি ক্ষুধা ও পিপাসাদি ভোগ করিতেছে ইহাই বার্ত্তা। ❑

ভৃগু মুনি

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভৃগু মুনির পত্নীর নাম পুলোমা ও পুত্রের নাম চ্যবন ঋষি। একসময় ভৃগু মুনির অনুপস্থিতিতে পুলোমা রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃত হন। সেই সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পথে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া সেই সদ্যোজাত শিশু রাক্ষসকে ব্রহ্মতেজে পুড়াইয়া ফেলেন। সেই শিশু পুত্রই চ্যবন। (—মহাভারত)

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বসৃষ্টিদিগের যজ্ঞে উপস্থিত ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ এবং ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু ঋষি অন্যতম ছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি পিতা ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে মহাদেবের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি উক্ত সভায় আসিলে সকলেই উত্থিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব করেন নাই। শিব জামাতা হইয়া উত্থিত না হওয়ায় দক্ষ প্রজাপতি শিবকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছিলেন। শিবানুচরগণের মধ্যে প্রধান নন্দী শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষ ও দক্ষের অনুমোদনকারী দ্বিজগণকে অভিশাপ প্রদান করেন—'শিবনিন্দাকারিগণ বেদের অর্থবাদে জড়ীকৃত ও দেহে আসক্ত হইবে এবং যাচকবেষে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। দক্ষ কর্ম্মময়ী অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্থির করায় পশুতুল্য অত্যন্ত কামুক হইয়া অচিরেই ছাগলের ন্যায় মুণ্ড লাভ করিবে।' দ্বিজগণের প্রতি ঐরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া ভৃগু বিস্তর ব্রহ্মদণ্ডরূপ প্রত্যভিশাপ প্রদান করিলেন—'যাঁহারা শিবব্রত ধারণ করিবে, কিংবা যাহারা শিবব্রতধারী ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তী হইবে তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী হওয়ায় পাষণ্ড হউক। ঐসকল পুরুষ শৌচাদিবিহীন মূঢ়বুদ্ধি জটাভস্মাস্থিধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবিষ্ট হউক। শিবদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষ 'গৌড়ী, পৈষ্ঠী, মাধ্ব প্রভৃতি সুরা ও তালাদি সম্ভুত মদ্যকেই দেবতার ন্যায় পূজা করুক।'

চতুর্থস্কন্ধে পরবর্ত্তিকালে লিখিত আছে শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে শিবের ক্রোধোৎপন্ন কপালমালী বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন, দক্ষকে পশুমারণ যন্ত্র-দ্বারা হনন এবং ভগদেবের চক্ষু উৎপাটন, পুষাদেবের দন্ত উৎপাটন এবং ভৃগু ঋষির শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে শিবের কৃপায় ভৃগু ছাগ-শ্মশ্রু ও দক্ষ ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইলেন।'

পুত্র বেণের অত্যাচারে অঙ্গরাজা গৃহত্যাগ করিলে শাসনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সকল মুনিগণ বেণকে অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ করিয়া রাজ্য শাসনের জন্য রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম ভৃগুঋষি।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের তেজ বর্ণিত হইয়াছে। 'দেবাসুর-সংগ্রামে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত অসুররাজ বলি ভার্গবশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া গুরু শুক্রাচার্য্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃগুবংশীয়গণ বলিমহারাজের সেবায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। যজ্ঞ হইতে রথ, অশ্ব, পতাকা, ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও কবচ উত্থিত হইল। পিতামহ প্রহ্লাদ একটি অম্লান পুষ্প মাল্য এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন। বলিমহারাজ পিতামহ প্রহ্লাদ, ব্রাহ্মণ ও গুরু শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া ভৃগুদত্ত দিব্যরথে ইন্দ্রপুরী উপনীত হইয়া সৈন্যদ্বারা পুরীর বহির্ভাগ রুদ্ধ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলির পরাক্রমে ভীত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট যাইয়া উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। বলির ভৃগুবংশীয় বিপ্রগণের বলে বলীয়ান্ হওয়ার কথা, বিপ্রগণের প্রতি অবজ্ঞায় দেবতাগণের ভীষণ প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা, স্বয়ং শ্রীহরি ব্যতীত কাহারও ক্ষমতা নাই বলিকে জয় করিতে পারে—এইরূপ বলিয়া বৃহস্পতি দেবতাগণকে স্বর্গ পরিত্যাগ করতঃ অন্তরীক্ষে অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিলেন।

উপনয়নসংস্কারের পর ভগবান্ বামনদেব ভিক্ষার জন্য নর্ম্মদা নদীর তটে ভৃগু কচ্ছক্ষেত্রে উপনীত হইলে তাহার দর্শন লাভ করিয়া ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ বামনদেব বলির নিকট হইতে ত্রিলোক গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করিলে দক্ষ, ব্রহ্মা, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুগণ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কার্ত্তিক ও মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়া জীবের মঙ্গলার্থে ও কশ্যপ ঋষি ও অদিতি মাতার সন্তোষের জন্য ভগবান্ বামনদেবকে লোকসকলের পালকরূপে বরণ করিলেন।

ভাগবত একাদশস্কন্ধ পাঠে জানা যায় দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক-তীর্থক্ষেত্রে সমবেত ভৃগু আদি মুনিগণের সহিত রহস্য করিতে গিয়া যাদবগণ অভিশপ্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হন। ❑

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **২রা চৈত্র, ১৪২৭ (১৬ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৯ মার্চ, ২০২১) সোমবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **১৪ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৮ মার্চ, ২০২১) রবিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

২রা চৈত্র, ১৪২৭ (১৬ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার হইতে
৮ই চৈত্র, ১৪২৭ (২২ মার্চ, ২০২১) সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা কীর্ত্তন।

৮ই চৈত্র, ১৪২৭ (২২ মার্চ, ২০২১) সোমবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

৯ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৩ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ।

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

১০ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৪ মার্চ, ২০২১) বুধবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

● কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা।

১১ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৫ মার্চ, ২০২১) বৃহস্পতিবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ।

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা। **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

১২ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৬ মার্চ, ২০২১) শুক্রবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

● জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন। **দিবা ৮।২২ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

১৩ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৭ মার্চ, ২০২১) শনিবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) পরিক্রমণ

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

১৪ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৮ মার্চ, ২০২১) রবিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** ● ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

১৫ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৯ মার্চ, ২০২১) সোমবার

দিবা ৯।৪০ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।

সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

আবশ্যক সূচনা

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

(৩) যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ আনন্দ সংবাদ ঃ-

সুধী ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ নিবেদন শ্রীগোদ্রুমস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে 'মহাপ্রসাদ সেবালয়' নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। ধাম পরিক্রমণের অধিবাস দিবসেই তা উদ্বোধন হইবে। উক্ত মহাপ্রসাদ সেবনালয় নির্মাণ করিতে প্রায় ৩ কোটি টাকা অর্থের প্রয়োজন। সকল ভক্তবৃন্দ মুক্ত হস্তে দান করুন। কেহ নিজ পিতা-মাতা বা প্রিয়জনের নামে প্রস্তর ফলক প্রদান করিতে চাহিলে সেরূপ ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

নির্মাণের জন্য অর্থাদি, Bank Cheque অথবা Draft, NEFT এ পাঠালে অনুগ্রহ করিয়া "Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math, United Bank Of India IFSC Code No. UTBIOSWA-916.A/C No. 0226010103368"—এই নামে উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। আয়কর বিভাগের ৮০ জি ধারায় উহা আয়কর মুক্ত হইবে।

যোগাযোগ ঃ পূজ্যপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজ (মোঃ-৭৮৭২১৩৮৭০৮) অথবা সেবাসচিব পূজ্যপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ (মোঃ-৯৪৩৩৪৩০৭১০)। বিঃ দ্রঃ - করোনা মহামারির জন্য যাত্রীগণ সকলে মাস্ক সঙ্গে আনিবেন।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 03/12/2020

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (২) সাধক মৌলিরত্ন (৩) ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ (৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৫) শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড। (৭) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) (৮) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী (৯) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১০) আমার প্রভুর কথা (১১) গোলোকের পথে (১২) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর (১৩) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ) (১৪) শ্রী হরিনাম চিন্তামনি। ইংরাজী ভাষায় (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২) Srimad Bhagavat arka Marichimala (৩) The Bhagabata (৪) Divine Discourses । হিন্দি ভাষায় (১) শ্রীচৈতন্য দেব (২) শ্রীল প্রভুপাদ ৩) শ্রীশিক্ষাষ্টক (৪) কুরুক্ষেত্র মে শ্রীল প্রভুপাদ (৫) ভক্তধ্রুব (৬) গৌড়ীয় দর্শন (৭) ভজন সংগ্রহ—শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- নতুন শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org